গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজিপুর গ্রামে পাখিভ্যানে করে বিশেষ ব্যবস্থায় ফেনসিডিল পাচারের সময় ১৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি’র কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মাহবুবের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৬ এর বাংলাদেশ অভ্যন্তরের ভিতরে অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়। এসময় ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানটিও জব্দ করা হয়েছে।

কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মাহবুব জানান, পাখিভ্যানের বসার চরাটের ভিতর বিশেষ কায়দায় ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পাখিভ্যানটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পাখিভ্যানের বসার চরাট কেটে পলিথিন মোড়ানো ব্যাগের মধ্যে থেকে ১৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় কাজিপুর মধ্যে পাড়া এলাকার সোনাতন মিয়ার ছেলে শিপন আলী ও মোঃ সুমন আলীকে আসামি করে মাদক আইনে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানায় ভুক্তভোগীদের মানবপাচার মামলা

অবশেষে আদম পাচারকারীর দালালদের গোপন ক্যাম্প থেকে ১০৪ যুবককে উদ্ধার করেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ। মালেশিয়ার সালাক সালাতন নামের একটি ক্যাম্প থেকে তাদের আটক করেন পুলিশ।

আটক যুবকদের পরিবারের লোকজন ও মালেশিয়ার সালাক সালাতন ক্যাম্পে

বন্দী গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রহমান, আব্দুল মজিদের ছেলে আব্দুস সালাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে সাহেবনগর গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন, ব্রজপুর গ্রামের আনারুল ইসলাম, কল্যাণপুর গ্রামের ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল মজিদ, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম ও আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সহ কয়েকজন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মুছা ইন্টারন্যাশল নামের আদম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাহেবনগর গ্রামের মৃত ইছাহাক আলীর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমকে প্রধান আসামি ও একই গ্রামের আব্দুল হাদি ওরফে সুরজের ছেলে আব্দুল আওয়াল, আব্দুল হাদি, রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম, নুর ইসলামের ছেলে হাসানুজ্জামান, নুর মোহাম্মদের ছেলে আরিফুল ইসলামকে মামলার আসামি করা হয়েছে।

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ৬(২)/ ৭/৯/১০ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। গাংনী থানার মামলার নং ৩২ তাং ২৮/০২/২৪ ইং।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী মামলার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সংঘবদ্ধ মানবপাচারের সদস্য অর্থের বিনিময়ে লোক পাঠিয়ে প্রতারণা ও জবরদস্তি মুলক শ্রমে বাধ্য করার অপরাধে মামলাটি এফআইআরভুক্ত করা হয়েছে।

মামলার একজন বাদি সাহেবনগর গ্রামের গ্রামের আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, আমার ছেলে আব্দুস সালামকে ভাল কাজ দেবে বলে বলে মুসা কলিম ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নেন। প্রায় ৪ মাস আগে সে মালেশিয়াতে নিয়ে একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ছেলে আমাকে গত সোমবার বিকালে (বাংলাদেশ সময়) মোবাইল ফোনে জানান, আমাদের সালাক সালাতন ক্যাম্পে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। অর্ধ শত যুবকদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর কথা হবেনা। চিন্তা করবেন না।

সাহেবনগর গ্রামের সাগরিকা খাতুন বলেন, সংসার সুখের জন্য ভিটে মাটি ও ধার দেনা করে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম আদম ব্যপারির দাল সাহবনগর গ্রামের সুরজ আলীর হাতে। আমার ছেলে শাহীন আলমকে মালেশিয়া নিয়ে একটি ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে ৪ মাস আটকে রেখেছে। সোমবার

সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার ছেলেসহ প্রায় শতাধিক যুবককে উদ্ধার করেছে। এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিনা। তিনি বলেন, হাড়াভাঙ্গা, সাহেবনগর, সহড়াতলা, কাজিপুর এলাকার প্রায় তিন শতাধিক যুবকের পরিবারে শুধু হতাশা আর কান্নার রোল।

এদিকে আদম পাচারকারী সাহেবনগর গ্রামের প্রধান আদম ব্যবসায়ী মুছা ইন্টারন্যাশনালের মালিক ইঞ্জিনয়ার মুসা কলিম, সুরজ আলী, রাজু আহমেদ, তোফাজ্জেল মাষ্টারসহ তাদের লোকজন বাড়িঘর ছেলে পলাতক রয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আটকে থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের আশ্বাসে তারা মালয়েশিয়ায় আসেন।

ক্যাম্পে আটকে থাকা যুবকরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪/৫ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আজকে শতাধিক যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ।

কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কাল

আগামীকাল কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে আদালত চত্বর বর্ণিল সাজে সেজেছে। চারিদিকে ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে স্ব স্ব প্রার্থীদের প্রচার অভিযান।

প্রার্থীরা সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

ঘুরছে। কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী ভবন নিরুত্তাপ থাকলেও বর্তমানে নির্বাচনি উত্তাপের আমেজ বইছে ভোটারদের মাঝে। শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে নির্বাচন।

নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা এখনো তুঙ্গে। গত রোববার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর প্রকাশ্য না হলেও দুটি আইনজীবী প্যানেল নির্বাচনি মাঠে সহ-অবস্থানে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদসহ বিভিন্ন পদে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে লড়ছেন।

প্রার্থীদের দলগত সমর্থনে তাদের অনেক ভোটার রয়েছে। নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে চালিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনি প্রচারণা। ভোটারদের কাছেও চলছে প্রার্থীদের বিগত দিনের ভাল-মন্দ কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ।

পেশাগত হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ভোটকে কেন্দ্র করে একে অপরের সঙ্গে দেখা করছে এবং ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা। প্রার্থীরা আইনজীবীদের সার্বিক কল্যাণে ও সমিতির উন্নয়নের কথা শুনাচ্ছেন ভোটারদের।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে একটানা বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। এবারের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন-সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মীর ছানোয়ার হোসেন এবং সদস্য হিসেবে দায়িত্বে আছেন অ্যাডভোকেট আকরাম হোসেন দুলাল ও অ্যাডভোকেট শরীফ উদ্দিন রিমন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের জজশীপের (জিপি) সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আ.স.ম আখতারুজ্জামান (মাসুম), কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মুহ. হারুনুর রশিদ, অ্যাডভোকেট সোহেল খালিদ মো. সাঈদ অন্যদিকে ক্লিন ও পরিচ্ছন্ন মানুষ, তরুণ আইনজীবীদের প্রিয় প্রার্থী ও জুনিয়র ও সিনিয়র আইনজীবী বান্ধব, একজন প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারি আইনজীবী অ্যাডভোকেট খন্দকার সিরাজুল ইসলাম।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শেখ মো. আবু সাঈদ, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট খাদেমুল ইসলাম এবং কুষ্টিয়া

জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী অ্যাডভোকেট দেওয়ান মাসুদ করিম মিঠু।

দর্শনা শহরে আতংক ছড়াচ্ছে কিশোর গ্যাং

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রীতিমতো আতংক ছড়াচ্ছে কিশোর গ্যাং। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের আচরণ এতটাই বেপরোয়া যে তাদের কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছেন না। এরা অনেকটাই ‘ডনের মত আচরণ করে।

আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গি ও চালচলন, অশ্লীল বাচনভঙ্গি, পাড়া-মহল্লা, অলিগলিতে জড়ো হয়ে কোনো কারণ ছাড়াই উচ্চস্বরে গালিগালাজ করা। রাতবিরাতে মহল্লার বিভিন্ন বাড়ির মূল ফটকে লাথি মেরে বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে ভিতিকর পরিস্থিতি তৈরি,স্কুল কলেজ ছুটি হলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, উচ্চশব্দে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে ও হাইড্রলিক হর্ণ বাজিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি করে জনসাধারনের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিনের পর দিন কিশোর গ্যাংয়ের বেপরোয়া কর্মকান্ড ভাবিয়ে তুলছে সংশ্লিষ্ট এলাকাসী ও অভিভাবকদেরকে। এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নেই তেমন কোনো ভূমিকা।

সুত্র বলছে, গ্যাং গ্রুপের কিছু সদস্য দর্শনার একটি প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে যুক্ত। আর ওই প্রভাবশালী মহলের বলয়ে থেকে এরা নানা কর্মকান্ড সংঘটনে সিদ্ধহস্ত। বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালেও এদের কেও কিছু বলতে সাহস পায়না।

জানা গেছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ শবেবরাতের রাতে দর্শনা পৌর শহরের আজমপুর মহল্লার অন্তত দশটি বাড়ির মূল ফটকে লাথি ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটি গ্যাং গ্রুপ। সেই তাণ্ডবের একটি দৃশ্য ধরাপড়ে ভবনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায়।

সিসিটিভিতে রেকর্ড হওয়া ভিডিওতে দেখা যায় দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়ক থেকে আজমপুর মহল্লায় প্রবেশের সংযোগ সড়কের শুরতেই থাকা বাড়ির মূল ফটকে ৮/১০ জনের একটি গ্রুপ বেধড়ক লাথি মারতে থাকে। এরপর উচ্চশব্দে আওয়াজ করে স্থানীয় কাউন্সিলরের বাড়ির ফটকে আঘাত করে।

এরপর আরো কয়েকটি বাড়ির ফটকে একই ভাবে আঘাত করে চলে যায় গ্রুপটি। ভিডিও পর্যালোচনা করে রিয়াদ নামের একজনের নাম শোনা যায়। খোজনিয়ে জানাযায় রিয়াদ দর্শনা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের এক নেতার ভাগ্নে।

ভুক্তভোগী এক বাড়িওয়ালা বলেন, গত রোববার রাত ১১টার দিকে বাড়ির ফটকে তীব্র শব্দে কয়েকজন কিশোর বা যুবক আঘাত করে। এতে আমরা আতংকিত হয়ে পড়ি। এরপর ঘরের জানালার কাছে এসে উচ্চশব্দে অশ্লিল কথা বলে। এতে করে আমার একবছরের মেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর আগের এমন ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিকার চাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রতক্ষদর্শী জানান, এই গ্রুপটা খুবই ভয়ংকর। এদের একজনের নাম সম্রাট। একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী মহল এদের শেল্টার দেয়।

জানতে চাইলে দর্শনা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র ১- রবিউল হক সুমন বলেন, আমিও বিভিন্ন মাধ্যমে শুনেছি রবিবার রাতের ঘটনা। একদল উশৃংখল কিশোর রাতে বেপরোয়া আচরণ করছে। এদের নিয়ন্ত্রণ করতে নানা সামাজিক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি শুরুতেই নিয়ন্ত্রন করা না যায় তাহলে এরা ভবিষ্যতে আরো বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন,আমরা সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছি। পরে তাদের আর খুজে পাওয়া যায়নি। তবে এসব কর্মকান্ড যারা ঘটাচ্ছে তাদের আইনের আওতায় এনে এদের শাস্তি দেওয়া হবে। তবে শহরে যারা দ্রত গতিতে মোটরসাইকেল চালায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ (পিপিএম) বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকান্ড সমাজে বড় একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পক্ষ থেকে পাড়া-মহল্লাসহ যেখানে তারা থাকবে সেখানেই অভিযান চালানো হবে। তাদেরকে কোন ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবি সমিতির নির্বাচন

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন। অল্প সময়ের এ নির্বাচনকে ঘিরে আমেজ বইছে ভোটারদের মাঝে। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা এখন তুঙ্গে।

দলমত নির্বিশেষে প্রতিবার নির্বাচন হলেও এবারই প্রথম জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের শীর্ষ পদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। দলগত সমর্থনে তাদের অনেক ভোটার রয়েছে।

নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে চালিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারণা। ভোটারদের কাছেও চলছে প্রার্থীদের বিগত দিনের ভালমন্দ কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর মাত্র ২ দিন বাকী ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ নির্বাচনের।

প্রার্থীরা বসন্তকালের মৃদু শীতের শিতলতা মাড়িয়ে নির্বাচনের উত্তাপ ছড়াতে রাতের আধারে ভোট প্রার্থনায় ছুটছে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। চলছে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের সাথে মতবিনিময় ও ভোট চাইবার কাজ।

চলছে নিজ নিজ সেরেস্তার আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণের জোর লবিং ও চেষ্টা। পেশাগত হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ভোটকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে দেখা করছে এবং ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

প্রার্থীরা আইনজীবীদের সার্বিক কল্যাণে ও সমিতির উন্নয়নের কথা শুনাচ্ছেন ভোটারদের। নিজ নিজ ক্যাম্পে বসেও ভোটারদের সাথে খোশগল্প মিষ্টিমুখসহ নানা আপ্যায়নে আপ্যায়িত করছেন প্রার্থীরা। আবার কেউ কেউ পেশাগত হাজারো ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে ভোট চাইতে ভোটারদের কাছে ছুটছেন।

তফশীল অনুযায়ী আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ২০২৪-২০২৫ সাল

মেয়াদী কমিটির নির্বাচন সমিতির নিজস্ব ভবনের নতুন হল রুমে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে একটানা বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

এবারের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন-সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. মীর ছানোয়ার হোসেন এবং সদস্য হিসেবে দায়িত্বে আছেন এ্যাড. আকরাম হোসেন দুলাল ও এ্যাড. শরীফ উদ্দিন রিমন।

নির্বাচনে এখন প্রায় প্রকাশ্যে দুটি প্যানেলের প্রার্থী-কর্মী সমর্থকরা দল বেধে ভোট চাচ্ছেন ভোটারদের কাছে। প্রচারনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা থাকে কিনা সেটি বিবেচ্য না হলেও হ্যাভিওয়েট প্রার্থীরা কে কোন প্যানেলের প্রার্থী সেটি কিন্তু ভোটারদের কাছে পরিস্কার হয়ে উঠেছে। নির্বাচন নিয়ে আইনজীবীদের মাঝে উত্তাপের আমেজ বইছে বার প্রাঙ্গনে। প্রার্থীরা খুব জোরে-সরেই নেমেছেন নির্বাচনী মাঠে। চলছে নিজ নিজ সেরেস্তার আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণের জোর চেষ্টা। পেশাগত হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ভোটকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে দেখা করছে এবং ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

নির্বাচন কমিশন সুত্রে জানা গেছে, সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের জজশীপের (জিপি) সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. আ, স, ম, আখতারুজ্জামান (মাসুম), কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. মুহঃ হারুনুর রশিদ, এ্যাড. সোহেল খালিদ মোঃ সাঈদ অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে ক্লিন ও পরিচ্ছন্ন মানুষ, তরুণ আইনজীবীদের প্রিয় প্রার্থী ও আইকোন, জুনিয়র ও সিনিয়র আইনজীবী বান্ধব, একজন প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী আইনজীবী এ্যাড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শেখ মোঃ আবু সাঈদ, সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. খাদেমুল ইসলাম এবং কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনপ্রিয় তরুণ ও মেধাবী তারুণ্যের প্রতীক, কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির জুনিয়র ও সিনিয়র সাধারণ আইনজীবীদের কাছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে, অধিক গ্রহনযোগ্য আইনজীবী এ্যাড. দেওয়ান মাসুদ করিম মিঠু।

সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে এ্যাড.তানজিলুর রহমান এনাম ও এ্যাড. মোঃ ফারুক আজম মৃধা। সহ-সভাপতি পদে এ্যাড. মঞ্জরুল আলম (সান্নু) ও এ্যাড. এস.এম. মনোয়ার হোসেন মুকুল। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এ্যাড. ইকবাল হোসেন টুকু, এ্যাড. মনোয়ারুল ইসলাম (মনিরুল), এ্যাড. হাসান রাজ্জাক রাজু ও এ্যাড. মোঃ ইমরান হোসেন দোলন। কোষাধ্যক্ষ পদে এ্যাড. মোঃ শহিদুল ইসলাম (১), এ্যাড. মোঃ আবুল হাশিম ও এ্যাড. মোঃ কামরুল ইসলাম খোকন। গ্রন্থগার সম্পাদক পদে এ্যাড. সোহেলী পারভীন ঝুমু, এ্যাড. মোস্তাফিজুর রহামন ও এ্যাড. মোঃ নুরুল ইসলাম (নুরুল)। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে এ্যাড. আশুতোষ কুমার পাল (দেবাশীষ), এ্যাড. রোকুনুজ্জামান (সাজু) ও এ্যাড. মকলেছুর রহমান পিন্টু। দপ্তর সম্পাদক পদে এ্যাড. মোঃ ওয়ালীউল বারী ও এ্যাড. রকিবুজ্জামান (রানা)। সিনিয়র সদস্য পদে এ্যাড. আব্দুর রশিদ (২) এ্যাড.আয়েশা সিদ্দিকা, এ্যাড. নিজাম উদ্দিন (২), এ্যাড. হাফিজুর রহমান (হাফিজ) এ্যাড. রাজীব আহসান রঞ্জু, এ্যাড.আকতারুজ্জামান (আক্তার) ও এ্যাড.মারুফ বিল্লাহ। জুনিয়র সদস্য পদে এ্যাড. বশির উদ্দিন, এ্যাড.আব্দুর রাজ্জাক, এ্যাড. সাইফুর রহমান (সুমন), এ্যাড. তরিকুল ইসলাম সাগর ও এ্যাড. আহসান হাবীব লিংকন চুড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন।

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানের ১৭ বছর জেল

ঝিনাইদহে অস্ত্র আইনে জামায়াতের সাবেক উপজেলা আমির ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামকে ১৭ বছর কারাদন্ড প্রদান করেছে আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহের সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইবুনালের জজ আদালতের বিচারক মো. নাজিমুদ্দৌলা এ রায় দেন। তাজুল ইসলাম কোটচাঁদপুর উপজেলা শহরের পশ্চিমপাড়ার মৃতশামসুদ্দিন মন্ডলের

ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় তার নিজ বাড়ি জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলা শহরের নিজ বাড়িতে নাশকতার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক করছিলেন। সেসময় পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে জামায়াতের আমির তাজুল ইসলামকে আটক করলেও অন্য সঙ্গীরা পালিয়ে যায়।

আটকের পর রাতে তার সীকারোক্তি মোতাবেক তার বাড়ি থেকে একটি দেশি তৈরি এলজি শাটারগান ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর পুলিশ কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ তদন্ত শেষে চার্জশীট দাখিল করে। সেই মামলার দীর্ঘ শুনানির পর মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের বিচারক মো. নাজিমুদ্দৌলা অস্ত্র আইনের দুটি ধারায় ১০ বছর ও ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে রায় দেন।

একই সময় উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও ৪ রাউন্ড গুলির কার্তুজ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি প্যাডি গ্রেফতার

দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) হত্যা মামলার প্রধান আসামি (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম র্যাব-২ শেরেবাংলা নগরনগরের সহযোগিতায় ঢাকা তুরাগ থানার বাউনিয়া এলাকা থেকে সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান, এসআই সুফল কুমার ও

এএসআই মাহাবুব হাসান ও সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।

ফয়সাল হোসেন প্যাডির বিরুদ্ধে দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার, কক্সবাজারের আলামিন হত্যা মামলাসহ একটি অস্ত্র আইনে ও বিস্ফোরক এবং ছিনতাই মামলা আদালতে রয়েছে। হত্যা মামলা দুটিতে তাকে মৃত্যদণ্ড দিয়েছে আদালত।

জানা গেছে, দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে বাসা থেকে বের হন। এরপর থেকে তার মোবাইলফোন বন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন ওই দিন তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
জাহাঙ্গীরের খবর জানতে একাধিক বার ফয়সালের সঙ্গে কথা বলে জাহাঙ্গীরের পরিবার। কিন্তু ফয়সাল তাদের বলেন, তিনি কিছুই জানেন না। পরে রাজধানীর খিলক্ষেত নামাপাড়ার ২১১/১-এ নম্বর বাড়ির পাঁচতলার একটি মেসে সুটকেসের ভেতর থেকে জাহাঙ্গীরের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেন পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন বাদি হয়ে ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর খিলক্ষেত থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা খিলক্ষেত থানার এসআই আব্দুল জলিল। ওই বছরের ২৫ মে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করেন আদালত। মামলাটির বিচার চলাকালে আদালত ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

২০২১ সালে রোববার (২ফেব্রুয়ারি) ঢাকার ৭ম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক তেহসিন ইফতেখান এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে জাহাঙ্গীর আলমের খালাতো ভাই এইচএম ফয়সাল ওরফে প্যাডিকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর তিন আসামি নাজমুল হাসান ওরফে রাকিব, রায়হান হাসান সারোয়ার ও ফাহিম হাসান খানকে যাবজ্জীবন দেন।

এসময় প্রধান আসামি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্যাডি পলাতক ছিলেন। সেসময়

আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। রায় ঘোষণার সময় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক জহির রায়হান জানান, ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি তুরাগ এলাকায় রুবেল হোসেন পরিচয় সাড়ে চার বছর আগে বিয়ে করে বসবাস করছিলেন।

আজ মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে তাকে।

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদির মৃত্যু

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত মিলন লস্কর (৩০) নামে এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। সে ঝিনাইদহ পৌর এলাকার পরবহাটি গ্রামের আতিয়ার লস্করের ছেলে ।

খবরটি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের জেলার মহিউদ্দিন হায়দার। তিনি জানান কারাগারেরর চিত্রা ৩ নং ওয়ার্ডের কয়েদি ছিলেন মিলন। ফজরের নামাজ আদায় শেষে সকাল ৬ টা ৪০ মিনিটের সময় হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়ে সে। দ্রুত তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তৃব্যরত চিকিৎসক তার মৃত ঘোষনা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে তবে ময়না তদন্তের রির্পোর্টে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

তিনি আরও জানান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে গত ২ জানুয়ারি মিলনকে ১৪ বছরের কারাদন্ড প্রদান করেন আদালত। সেই থেকে কারাগারের চিত্রা ৩ নং ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল তাকে। হাসপাতালে ময়না তদন্ত

শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কুষ্টিয়ায় ফলের দোকানে যৌন উত্তেজক ওষুধ,জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ফলের দোকানে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ‘ হিট জেনসিন প্লাস ‘ রাখার অপরাধে রিমন হোসেন (২৪) নামে এক ব্যবসায়ীকে দুই হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গোলচত্বর এলাকার লামিয়া কনফেকশনারী এন্ড ফল ভান্ডারের মালিক রিমন হোসেন (২৪) কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ৩০ বোতল নিষিদ্ধ ওষুধ ধ্বংস করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিরুল আরাফাত। এসময় ভূমি কার্যালয়ের স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিরুল আরাফাত জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লামিয়া কনফেকশনারী এন্ড ফল ভান্ডারের অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ফলের দোকানে নিষিদ্ধ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ‘ হিট জিনসিন প্লাস ‘ রাখার অপরাধে ফল ব্যবসায়ীকে ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা এবং জব্দকৃত ৩০ বোতল নিষিদ্ধ ওষুধ ধ্বংস করা হয়েছে। জনস্বার্থে উপজেলা প্রশাসনের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

মুজিবনগরে অস্ত্র ও গুলিসহ ৫ জন আটক

একটি বিদেশী পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও পিস্তলের ম্যাগজিনসহ ৫ সন্ত্রাসী ও জুয়াড়ি আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের পায়খানার ট্রাংকীর ভিতর থেকে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পিস্তুল, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করেন।

আটকরা হলেন, শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাজুল শেখের ছেলে ওই বাড়ির মালিক শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখ (২২), তার অপর ৪ সঙ্গী একই উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিল্লাল শেখের ছেলে প্রিন্স শেখ (৩৪), সিরাজুল ইসলামের ছেলে শাহিন রেজা (২৪) যশোর কোতোয়ালী উপজেলার ঝুমঝুমপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে রাজন হাসান (২৯) ও শফিকুল ইসলামের ছেলে আলামিন (৩১)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শিবপুর গ্রামের শামীম রেজা ওরফে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিবপুর গ্রামে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড শেখ বিজয়ের বাড়িতে মুজিবনগর থানার ওসি উজ্বল দত্তের নেতুত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ যুবক কে আটক করে। এসময় বাড়ির নির্মাণাধীন ট্যাংকির ভিতর থেকে একটি বিদেশী নাইন এমএম পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন ও এক রাউন্ড গুলি, ৫টি মোবাইল উদ্ধার এবং একটি প্রাইভেটকার আটক করে।পরে তাদের আটক করে মুজিনগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান সাংবাদিকদের বলেন, শেখ বিজয় অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে এর আগে কয়েকবার পুলিশের হাতে আটক হয়। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যশোর জেলার দুই যুবক সহ ৫ জনকে আটক করে। এসময় তাদের স্বীকারক্তি অনুযায়ী ১টি পিস্তল, ১টি

ম্যাগজিন, ১ রাউন্ড গুলি, একটি প্রাইভেটকার ও ৫টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় একজন পালিয়ে যায় তাকে ধরতে পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম মাঠে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে তাদের অবস্থান হতে পারে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সাইবার ক্রাইম আইনে মুজিবনগর থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।